Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ জুন, ২০১৭

৪০ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ২৬ জুন, ২০১৭, সোমবার, ১১ আষাঢ়, ১৪২৪

আত্মঘাতী কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবি কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুন : দেনার দায়ে আত্মঘাতী কৃষক পরিবারগুলোকে কুড়ি লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত দারিয়াটন গ্রামের নিকট বেহুলা নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণ, প্রত্যেক গরিব পরিবারকে খাদ্য সুরক্ষা ও জবকার্ড প্রদান, কৃষিঋণ মুকুব, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষি ফসলের সহায়ক মূল্যের দাবিতে সোচ্চার হল কালনার অনুখালের মানুষ। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা-২ পূর্ব থানা কমিটির উদ্যোগে এদিন মানুষ জমায়েত হয় আনুখাল পোস্ট অফিসের কাছে। সেখান থেকে মিছিল করে অনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে গিয়ে অবস্থানে বসে। দাবিগুলোর সপক্ষে বক্তব্য রাখেন মহম্মদ আলী, নবকুমার বাগ, মহম্মদ শাহ প্রমুখ। অন্যদিকে অশোক ঘোষ, অমরপতি ঘোষ, একটি প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত বরুণদেব বিশ্বাস প্রমুখের নেতৃত্বে প্রধানকে স্মারকলিপি দেয়।

চলে গেলেন কবিলাল মাড্ডি

নিজস্ব সংবাদদাতা : হরিয়ানায় ট্রেনে কুপিয়ে খুন মুসলিম কিশোর। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ। কাশ্মীরে পিটিয়ে খুন মুসলিম পুলিশকর্তা। নিন্দায় ধিক্কারে জম্মু-কশমীরের সিপিআই(এম) বিধায়ক তারিগামি বলেছেন, একেবারেই ঘৃণ্য অপরাধ, নিন্দা করার ভাষা নেই। খুবই দুঃখজনক! এসব বর্বর কাজ জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই বর্বরতার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন রাখছি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষাতেই মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি ফিরিয়ে দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুং। মোর্চার ঘাঁটি বলে পরিচিত দার্জিলিংয়ের পাতালবাসে পুলিশের নাগাল এড়িয়ে সশরীরে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে বৈঠক করে বললেন, আমি কিষেণজি নই। মমতা ব্যানার্জী পুলিশের সাজানো এনকাউন্টারে মারতে পারবেন না আমাকে। গোর্খাল্যান্ড আদায় করা পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে। কলকাতায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-এর সামনে টানা দুদিন প্রায় বারো ঘন্টা জেরার মুখে পড়েছেন তৃণমূল নেতা মুকুল রায় ও মমতা ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠ আইপিএস আধিকারিক এস এম এইচ মির্জা।

এইসব নানা অগ্নিক্ষরা খবরের মাঝে বিশাখাপত্তনম থেকে ভেসে এল আর একটি দুঃসংবাদ—আদিবাসী ও লোকশিল্পী আন্দোলনের নেতা কবিলাল মাড্ডির জীবনাবসান ঘটেছে। তিনি আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চের

—এরপর চারের পাতায়

খুনীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ জুন : কালনা শহরের শ্যামগঞ্জ পাড়ার সুশীল মণ্ডল (৩৮) গতকাল রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কে বা কারা খুন করে। আজ সকালে কালনা জি আর পি থানার পুলিশ বেলতলার রেললাইনের পাশ থেকে তার গলার নলি কাটা ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় কালনা শহরে চরম উত্তেজনায় ছড়ায়। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তুলে এদিন এক ঘন্টা এস টি কে কে সড়ক অবরোধ করে মৃতের প্রতিবেশীরা। সুশীল মণ্ডলের স্ত্রী রিঙ্কু মণ্ডল জানান, ২০ জুন রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ একটু আসছি বলে তার স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই স্বামী ফোন করে জানায় আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি, রাতে হয়তো বাড়ি ফিরতে পারবো না। তার পরই ফোন কেটে যায়। সকালে স্বামীর ফোনে ফোন করলে কালনা জি আর পি থানার পুলিশ ফোন রিসিভ করে। তারা জানায় সুশীল মণ্ডল খুন হয়েছেন। আমরা তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা হাসপাতালে পাঠিয়েছি। রিঙ্কুদেবীর জোরালো দাবি— এলাকায় ওর কোনো শত্রু নেই। খুবই পরোপকারী একজন মানুষ। সকালে খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা নিজের নিজের কাজ ফেলে ছুটে গেছে হাসপাতালে, তার বাড়িতে এবং থানায়। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন দীর্ঘক্ষণ। সকলের একটাই দাবি প্রকৃত দোষীরা সাজা পাক।

সাংবাদিক কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ জুন : আজ পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সংস্কৃতি এ্যানেক্স হলে অনুষ্ঠিত হল সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কর্মশালা। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ। তিনি জানান কোটি কোটি টাকা খরচ করেও লাইব্রেরিতে পাঠক সংখ্যা দিন দিন কমছে। সংবাদ মাধ্যমকে কী সংবাদ পরিবেশন করবে তার একটি গাইডলাইনও দেন। সভাধিপতি দেবু টুডু জানান সংবাদপত্র হল সমাজের দর্পণ। আমাদের কাজকর্ম এতে প্রতিফলিত হয়। আপনারা আমাদের ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা শুধরে নেবার সুযোগ পাই।

এরপরে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন স্নেহাশীষ সুর। বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির জেলা পাতার মোকাবিলা করতে হলে ভিন্নতর পথে আপনাদের ভাবতে হবে। এলাকাবাসীর প্রাত্যহিকতার শরিক হলেই পত্রিকা চালানো সম্ভব। দপ্তরের যুগ্মসচিব আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর গণমাধ্যম উপদেষ্টা প্রদীপ চক্রবর্তী, রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরবিন্দ মণ্ডল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিশ্বজিৎ মতিলালও বক্তব্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মননকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস নেন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক কুশল চক্রবর্তীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আপ্যায়ন অংশগ্রহণকারী ৮০ জনের অধিক সাংবাদিককে প্রীত করে।

রানিগঞ্জে মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৯ জুন : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ডাকে রানিগঞ্জ শহরে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া যুবতীকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে মোমবাতি মিছিল সংঘটিত হল। সোমবার সন্ধ্যায় সহমর্মিতা ও প্রতিবাদের মেজাজ নেয় এই মিছিল। রানিগঞ্জ বার্ণ কোম্পানি গেট থেকে এই মিছিল শহর পরিক্রমা করে নেতাজি স্ট্যাচুর সামনে শেষ হয়। সেখানে বক্তৃতা করেন হেমন্ত প্রভাকর, দিব্যেন্দু মুখার্জী, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত। নেতৃবৃন্দ বলেন, রানিগঞ্জ শহরে তৃণমূল জামানায় ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পুলিশ প্রশাসনকে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেওয়া চলবে না। গীর্জাপাড়ার ঘটনায় ধর্ষণকারীরা এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। এজন্য পুলিশের ভূমিকায় রানিগঞ্জবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মোমবাতি মিছিল তারই এক প্রতিক্রিয়া। বিধায়ক রুনু দত্ত সহ সাধারণ মানুষ এই মিছিলে পা মেলান।

পথচলা শুরু হল ‘সবুজ সুন্দর’ বর্ধমানের জন্য

অরুণ মজুমদার : সভ্যতার সঙ্গে কি বৃক্ষলতার আড়ি-আড়ি সম্বন্ধ? সভ্যতা যখন থেকে ঘরগেরস্থালী গাছগাছালি ছেড়ে নাগরিক জীবনের অঙ্গনে প্রবেশ করতে শুরু করল তখন থেকেই বৃক্ষনিধন শুরু হল। নাগরায়ণের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ হল গাছপালা কেটে সাফসুতরো করে বাড়ি তৈরির উপযোগী করে তোলা। যত বেশি ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে তত বেশি গাছপালা কাটা হচ্ছে। বাড়ির সেন্টারিং-এর জন্য প্রতিদিনই শত শত গাছ কাটা হচ্ছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে। হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরি হচ্ছে। অজস্র গাছ শহিদ হচ্ছে মানুষের চলাচলের সুগম্য গতি আনার লক্ষ্যে। শস্যক্ষেত্র হাজার হাজার বা বলা যা লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির চরিত্র বদল হয়েছে এ কাজে। আমাদের রাজ্যে বিগত শতাব্দের মধ্যভাগে দুর্গাপুরে বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা গড়ে ওঠে নবীন ভারতকে শিল্পোৎপাদনে একটা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য। তার জন্য দুর্গাপুরের বিশাল অরণ্যানি কেটে ফেলা হয়। তারপর কলকারখানা, কর্মীবৃন্দের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার পর কিছু গাছ লাগানো সৌন্দর্যায়নের জন্য। এগুলি ডালপালাবিহীন দেওদার জাতীয় গাছ, তারও আবার ডানা ছেটে দেওয়া হয় নান্দনিকতার নামে।

এবার আসে ঘরের কাছে আরশিনগরে। বর্ধমান শহরের দুপাশে দুটি বাসস্ট্যান্ড। একটি নবাবহাটে আর একটি আলিশায়। শহরের বুক চিরে ঐতিহাসিক গ্র্যান্ডটাঙ্ক রোড। যা শের শাহের নামে হলেই ভালো হতো।

বেশ কবছর আগে কোলকাতা থেকে সোনালি চতুর্ভুজকে বেগবান করার লক্ষ্যে একটা বাইপাস তৈরি হয়েছে। শহরের মধ্যদিয়ে জিটি রোডের ভার খানিকটা হলেও কমেছে। পুরানো রাস্তার ধারে ধারে বেশ বড় জাতের গাছ লাগানো হতো। সেই রাস্তায় হাঁটলেও একটা আলোছায়া ঘেরা পরিমণ্ডল পথিকর শ্রান্তি দূর করতো। এবার এই রাস্তাটিও চওড়া করার প্রয়োজন হল সরকারের। মাপজোখ করার পরপরই বেশ বড় বড় সব গাছ কাটা শুরু হয়ে গেল। সাধারণ নাগরিকগণ আর্তনাদ করে উঠলেন। চোখের সামনে গাছগুলি কাটা হচ্ছে নির্বিচারে। কিছু প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ এগিয়ে এলেন। প্রতিবাদ জানালেন। গাছগুলির ফটো তুলে নিয়ে গিয়ে প্রশাসনের দরবারে হাজির হলেন গাছ বাঁচানোর আর্জি নিয়ে। প্রশাসন কথা দিলেন প্রয়োজনে না কাটা গাছগুলিকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করা হবে।

ইতিমধ্যে বৃক্ষপ্রেমী মানুষজন আরো অনেক নাগরিককে নিয়ে একটি মতবিনিময় সভায় এক হলেন ২৭ মে ২০১৭ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে। প্রয়োজনীয় সংলাপ বিনিময়ের পর ঠিক হল ‘সবুজ সুন্দর’ নামে একটি সংগঠন গড়া হবে। সভাপতি হলেন ডাঃ অশোক মজুমদার এবং সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৯ পিলখানা লেনে অফিস হয়েছে।

এর পরই এই কমিটি যান বেশ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে প্রশাসনের কাছে। রাস্তার পাশে গাছ লাগানো, জলাশয় যাতে না বোজানো হয় তার প্রয়াস নেওয়া, খাস জমিতে গাছপালা লাগানো। এছাড়া শহরকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন প্রয়াস গ্রহণ করা। মানুষের মধ্যে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হওয়া, আগামী বর্ষায় দিনগুলিকে মাথায় রেখে যাতে বৃক্ষরোপন পর্বটি গতানুগতিকতার বাইরে যেয়ে করা যায় তার জন্য বনদপ্তরকে সক্রিয় করা। এভাবেই একে অপরকে সঙ্গে নিয়ে একটি সুস্থ এবং সুন্দর সবুজ জগৎ তৈরি করা যায়।

নতুন চিঠি

১৯ জুন, ২০১৭

সু'দিন—দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ভারতে

দেশের রাজধানী খোদ দিল্লির নাকের ডগায় এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ কেন্দ্র বা হরিয়ানা রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই। সঙ্ঘ পরিবারের ধারাবাহিক বিষাক্ত প্রচারের ফল এমনই সংক্রামিত হয়েছে যে উত্তর ভারতের দিল্লি-মুথুরা লোকাল ট্রেনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক কিশোরকে দিনে-দুপুরে হত্যা করল একদল ধর্মান্ধ মানুষ। এদের কী মানুষ বলা যায়!

ট্রেনে বাসে হাটে বাজারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে এরকম হেনস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রায়ই। যারা ট্রেনে বাসে দলবল নিয়ে ভজনাদি করেন তাদেরও এক শ্রেণির মানুষ নানা ধরনের বিদ্রুপ করেন। সাধারণ জায়গাগুলিতে এসব বন্ধ হওয়া উচিত নইলে জনসাধারণের আপ্ত শান্তি উপলব্ধি আর কবে হবে! শিক্ষা-সংস্কৃতি-সহবত-এর ঐতিহ্য স্বাধীনতার পর এইভাবেই ধারাবাহিকভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছে। সাংসদ, বিধায়ক এমনকি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সময় কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে এমনভাবে সম্প্রদায়ের কথা বলা হচ্ছে যাতে সারা দেশের মানুষের মধ্যে একইভাবে সম্প্রদায়গত ভাবনা প্রভাব ফেলে। উলঙ্গ ও নোংরা রাজনীতির এই প্রকট অভিযান আমাদের আরো কতদিন ধর্মনিরপেক্ষতার নির্যাসকে কলুষিত করবে কে জানে!

স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার বর্তমান কারিগররা এরাজ্যে ঘুষকাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূলী সাংসদদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেননি, প্রায় দেড় বছর ধরে পার্লামেন্টের এথিক্স কমিটি ঘুমিয়ে আছে। ইউপিএ আমলে আধার কার্ড এবং পণ্য পরিষেবা কর (জিটিএ)-এর এক সময় বিরোধিতা করে তাঁরা এখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে সেগুলিই কার্যকর করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। নোটবন্দিতে কী ফল মিলল তা শুধু তাঁরাই জানেন। দেশ বিদেশ বেড়ানোর বিলাসিতা দেখিয়ে বিজ্ঞাপনের ইন্দ্রজালে মোহগ্রস্ত করে হয়তো এখন তাঁদের কিস্তিমাত পর্যায় চলছে, কিন্তু এই সুদিন আগামী দিনেও থাকবে তো?

প্রয়াত হলেন সুধা ভট্টাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২২ জুন : গতকাল ভোর রাতে মিশন হাসপাতালে প্রয়াত হলেন সিপিআই(এম) সদস্যা সুধা ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫। তাঁর মরদেহ প্রথমে ইস্পাতনগরীর রানা প্রতাপ রোডে ও পরে আশীষ জব্বর ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মরদেহে রক্তপতাকা আচ্ছাদিত করেন সিপিআই(এম) নেতৃত্ব। মরদেহে মাল্যদান করেন সন্তোষ দেবরায়, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাঁর মৃত্যুতে দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে সন্তোষ দেবরায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

গণশক্তি ও মার্কসীয় সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক সুধা ভট্টাচার্য। পুত্রবধূ মহিলা নেত্রী মিতা ভট্টাচার্য দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির সদস্যা। বড় মেয়ে সিপিআই(এম) কর্মী রত্না আইচ এবং জামাতা জীবন আইচ ডিভিসির সি.আই.টি.ইউ ইউনিয়নের অন্যতম নেতা। তাঁর একমাত্র পুত্র নির্মল ভট্টাচার্য সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ১৯৫২ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সময় বিধানসভার অধ্যক্ষ কবে কে নির্বাচিত হয়েছিলেন?

২. ভারতে প্রথম নলজাত শিশুর উদ্ভাবক কে ছিলেন? তিনি এই বিষয়ে স্বীকৃতি না পাওয়ায় কবে আত্মহত্যা করেন?

৩. বার্মা দেশের নাম কবে মায়ানমার হয়েছিল?

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বর্ধমান জেলার একজন সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন, তিনি কে? কোথায় জন্ম? কবে মৃত্যু হয়?

৫. ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগপত্র কে কবে পান?

৬. কোন কবিকে 'কবিশেখর' বলা হয়? তিনি কোথায় কবে জন্মান?

৭. দৈনিক পত্রিকা 'আজকাল'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?

৮. কবে ইংল্যান্ডের রাজা 'ভারত সম্রাট' উপাধি ত্যাগ করেন?

৯. ATM-এর উদ্ভাবক জন শেফার্ড ব্যারন কবে কোথায় জন্মান?

১০. কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

১১. সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ কবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হন? কত তারিখ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন?

১২. কমিউনিস্ট তথা শ্রমিক নেতা সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মান? কবে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

কার্ল মার্কসের জীবন ও কর্মধারাই মার্কসবাদের প্রথম পাঠ

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

গত সংখ্যার পর

সমসাময়িক কালে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে, এবং সমাজতন্ত্রের নামে প্রচলিত কিছু তত্ত্বের সঙ্গেও, তীব্র লড়াই করেই মার্কসকে তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। ১৮৬০ সালে জার্মানিতে Karl Vogt তাঁর ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার করেন, মার্কস তার তীব্র জবাব দেন। ১৮৬১-তে তিনি জার্মান শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা Lassalle-এর আপসপন্থার তীব্র সমালোচনা করেন। Lassalle ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু ক্রমশ শ্রেণিসংগ্রাম থেকে সরে আসেন। শ্রমিক শ্রেণির প্রতিপক্ষে সমস্ত শ্রেণিকে এক প্রতিক্রিয়াশীল সমগ্র হিসাবে গণ্য করে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেন, রাষ্ট্রকে শ্রেণির ঊর্ধ্বে স্থান দেন, মজুরির লৌহ নিয়মের যুক্তিতে মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাতিল করেন, এবং কার্যত প্রাশিয়ান রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে Lassalle-এর সঙ্গে মার্কসের সাক্ষাৎ আলোচনা হয়, কিন্তু মতের ভিন্নতার জন্য মার্কস তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন।

তাত্ত্বিক লড়াইয়ের পাশাপাশি মার্কস তাঁর Capital মহাগ্রন্থ রচনার কাজেও মনোনিবেশ করেন। মূল্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশদ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ Theories of Surplus Value গ্রন্থটিও তাঁর এই সময়কালেরই রচনা।

তত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসকে যেমন লড়াই করে এগোতে হয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনেও তেমন তাঁকে সুকঠোর দারিদ্রের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে চলতে হয়েছে। ১৯৬১-তে Newyork Daily Tribune-এর লেখার চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ায় দারিদ্র এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। ১৮৬১ সালে এঙ্গেলসের কাছে একটি চিঠিতে মার্কস লিখছেন, ''আমার স্ত্রী আমাকে প্রতিদিনই বলেন যে সন্তানদের নিয়ে কবরে যেতে পারলে তিনি বাঁচতেন। আমি তাঁকে কোনো দোষ দিই না। যে অপমান, আত্মগ্লানি ও বিভীষিকার মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে তা সত্যিই অবর্ণনীয়।'' এঙ্গেলস শুধু যে তাঁর দার্শনিক সহযোগী ছিলেন তা-ই নয়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরেও উভয়ের বন্ধুত্ব ছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্বের অন্যতম নিদর্শন। শুধু দার্শনিক সহযোগিতা নয়, আর্থিক সাহায্য নিয়েও এঙ্গেলস বারবার মার্কসের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মার্কসও কোনো প্রতিকূলতার কাছেই মাথা নত না করে অক্লান্তভাবে তাঁর কাজ করে গেছেন।

প্রয়োগসিদ্ধ তত্ত্বই বিজ্ঞান। শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব প্রণয়ন করেই মার্কস ক্ষান্ত হননি, আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণিকে সংগঠিত করার উদ্যোগও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ সালে মার্কসের নেতৃত্বে লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিক International Workingmen's Association স্থাপিত হয়। সম্মেলনে প্রারম্ভিক ভাষণও দেন তিনি। আন্তর্জাতিকের লন্ডন কনফারেন্সে General Council-এও মার্কস ভাষণ দেন। প্রকাশিতব্য তাঁর Captial গ্রন্থের মূল কথাগুলিই তিনি সহজভাবে বলেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই বক্তব্য Wages, Price and Profit নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করে ১৮৯৮ সালে প্রকাশ করেন তাঁর কন্যা এলিয়েনর।

১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে অবশ্য মার্কস উপস্থিত হতে পারেননি। ১৮৬৮ সালে আন্তর্জাতিকের ব্রুসেলস কংগ্রেসে লিবনেখ্‌ট ও ব্যাবেল-এর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলি যোগদান করে। এই কংগ্রেসে তিনি লাসালবাদকে প্রতিরোধে করেন। পরের বছর (১৮৬৯) আন্তর্জাতিকের বাস্‌ল কংগ্রেসে প্রুধোঁপন্থীদের মতাদর্শগত পরাজয় ঘটানোয় মার্কস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রুধোঁপন্থীরা নৈরাজ্যবাদ তথা যে-কোনোরকম রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই ধ্বংস করার পক্ষে ছিলেন এবং সম্পত্তিকে চৌর্য বলে অভিহিত করলেও কার্যত ধনিকদের সম্পত্তির বদলে মধ্যবিত্তদের সম্পত্তির সমর্থক ছিলেন। ১৮৭১ সালে আন্তর্জাতিকের লন্ডন কংগ্রেসে মার্কস বাকুনিন-এর নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বাকুনিন ছিলেন রাশিয়ার নারদনিক মতাবাদের সমর্থক। কৃষক ও লুম্পেন সর্বহারাদের উপর নির্ভরশীল স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন ও

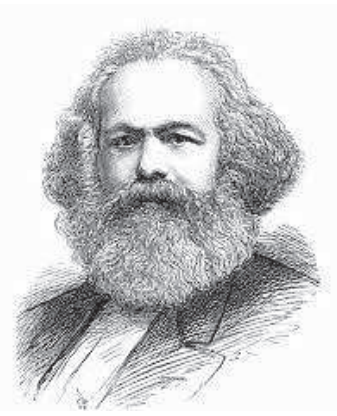

স্বাধীনতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থান। ১৮৭২ সালের হেগ কংগ্রেসই ছিল আন্তর্জাতিকের শেষ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে শ্রমিকশ্রেণির পার্টির গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং বাকুনিন বহিষ্কৃত হন। General Council-এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হয়।

ইতোমধ্যে অনিদ্রা অসুস্থতা দারিদ্র ও দুঃসহ ঋণভারে জর্জরিত অবস্থা সত্ত্বেও ১৮৬৫ সালে Capital গ্রন্থের তিন খণ্ডের খসড়া মার্কস শেষ করে ফেলেছেন। প্রথম খণ্ডের শেষ প্রস্তুতির কারণেই তিনি ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারেননি। ১৮৬৭ সালে মহাগ্রন্থ Capital-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। মার্কস অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন এঙ্গেলসের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হতো না। এঙ্গেলসের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয় যখন ১৮৭০ সালে এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে লন্ডনে মার্কসের সান্নিধ্যে চলে আসেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, খসড়ার কাজ শেষ হলেও Capital গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড মার্কসের জীবৎকালে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় খণ্ড ও ১৮৯৪ সালে তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করেন। Capital গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটির বিষয় উৎপাদনী পুঁজি। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় পুঁজির প্রচলন, অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সংকট। আর তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামগ্রিক চিত্র এবং মুনাফার চরিত্র বিশ্লেষণ।

১৮৭০ সালে ফ্রান্স-সম্রাট লুই বোনাপার্টি জার্মানি আক্রমণ করলে মার্কস তাকে লুণ্ঠনকামী যুদ্ধ হিসবে অভিহিত করেন এবং ফ্রান্সের পরাজয়ের সম্ভাবনাই প্রবল বলে মনে করেন। সত্যিই যখন ফরাসি বাহিনি পর্যুদস্ত হল এবং ফরাসি প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল, তখন তিনি ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণির কাছে আহ্বান জানান তারা যেন কোনো হঠকারিতা না করে প্রজাতন্ত্রের সুযোগে নিজেদের শক্তিকে আরও সংহত করে। কিন্তু ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ সত্যিই যখন শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লব ঘটিয়ে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠা করলো তখন লন্ডনে বসেই মার্কস তাকে অভিনন্দন জানিয়ে নানাভাবে তাকে সাহায্য করার উদ্যোগ নিলেন। Kugelmann-এর কাছে পত্রে মার্কস প্যারি কমিউনকে শ্রমিক শ্রেণির বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিজয় হিসাবে উল্লেখ করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে তার গুরুতর কয়েকটি ভুল পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন। প্রথমত, অবিলম্বে ভের্সেই অভিযান না করার ফলে শত্রুপক্ষের বিহ্বলতার সুযোগ নিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় কমিটি অতি তাড়াতাড়ি কমিউনের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছে। কমিউনের সত্যিই পতন ঘটলো। তাঁর The Civil War in France গ্রন্থে মার্কস প্যারি কমিউনকে সর্বহারার রাষ্ট্রের প্রথম রূপ হিসাবে অভিনন্দিত করার সঙ্গে সঙ্গে তার পতনের কারণগুলিরও গভীর বিশ্লেষণ করেন।

মার্কসের উৎসাহে লিবনেখ্‌ট ব্যাবেল-এর নেতৃত্বে Socioal Democratic Workers' Party of Germany প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। কিন্তু ১৮৭৫ সালে সোস্যাল ডেমোক্রাটরা লাসালপন্থীদের সঙ্গে আপস করে জার্মানির গোথায় এক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করে। নিদারুণ অভাব ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে মার্কসের স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে। তারই মধ্যে তিনি Critique of the Gotha Programme পুস্তিকায় লাসালবাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল সূত্র হিসাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্যতা এবং পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণপর্বে অতিক্রান্তিকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে সর্বহারার একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে ভবিষ্যত সাম্যবাদী সমাজের, একটি রূপরেখাও তিনি প্রণয়ন করেন।

১৮৭৯ সালে বিসমার্কের সমাজতন্ত্র-দমন আইনের মুখে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সংকটে পড়ে এবং শ্রেণি-আপসনীতি গ্রহণ করে। মার্কস তাঁর Circular Letter-এ এই শ্রেণি-আপস নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং পার্টিকে আইনি ও বেআইনি উভয়বিধ পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করেন। ১৮৮০ সালে Workers' Party of France-এর কর্মসূচি প্রণয়নে মার্কস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এই সময়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েও নবীন উদ্যমে তিনি ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক কাজ হিসাবে ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের যে কালপঞ্জি তিনি তৈরি করেন তা Notes on Indian History গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু এই উদ্যোগকে সম্পূর্ণ করে যাবার সময় তিনি পাননি।

১৮৮১ সালের ২ ডিসেম্বর মার্কসের স্ত্রী জেনি-র মৃত্যু হয়। এর পর মৃত্যু হয় তাঁর জ্যোষ্ঠা কন্যার। নিজের স্বাস্থ্যেরও চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। এই দুর্বিপাকের মধ্যেই ১৮৮২ সালে Communist Manifesto-র দ্বিতীয় রাশিয়ান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলসের সঙ্গে যুগ্ম স্বাক্ষরে তিনি লিখলেন, ''রাশিয়া এখন ইওরোপে বিপ্লবী কর্মধারার সামনের সারিতে চলে এসেছে। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্য আশু ধ্বংসসাধনের কথা ঘোষণা করা। কিন্তু রাশিয়ায় সদ্যোদ্ভূত পুঁজিবাদী প্রতারণা ও বুর্জোয়া ভূসম্পত্তির দ্রুত বিকাশের বিপরীতে রাশিয়ায় আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্ধেকেরও বেশি জমির উপর কৃষকদের যৌথ মালিকানা। এখন প্রশ্ন হল, জমির উপর আদিম যৌথ মালিকানার রূপ

—এরপর চারের পাতায়

xÄ¢‚ß‚ñ!‘þ

বেঠিকও ঠিক মনে হয় বারবার বলা মিছে কথায়

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এক জমিদারের বাড়িতে রোজ সকালে পূজা করার মাসকাবারি মজুরি হিসেবে এক বামুন একটি কচি পাঁঠা পেল।

বামুন তো মহাখুশি। এমনিতেই রোজ চালকলা যা খায় তা ভীষণ একঘেয়ে। কখনো সখনো ময়দা-ঘি, আলুও বামুনকে দেয় সিধে হিসেবে। তখন বামুন বাড়ি এসে রেঁধে খায় পাকা ফলার, মানে ঘিয়ে ভাজা ফুলকো ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, আলুর তরকারি এইসব। তা বলে একটা গোটা কচি পাঁঠা? বামুনতো নিজের গায়ে চিমটি কেটে বারকতক দেখলো, সে বেঁচে আছে কিনা!

পাঁঠাটি কী গোলগাল নধর কুচকুচে কালো বর্ণ। বামুন জমিদার বাড়ি থেকেই চারটে কাঁঠালপাতা চেয়ে এনেছে পাঁঠাটিকে খাওয়াবে বলে। সেই কাঁঠালপাতা চিবোতে চিবোতে পাঁঠাটাও বামুনের কাঁধে চেপে পথ চলছিলো বেশ। বামুন তার বাড়ির পানে চলছে মেঠো পথে আর মনে মনে ভাবছে কখন বাড়ি গিয়ে গরমভাত আর কচি পাঁঠার ঝোল খাবে।

হঠাৎ পথের মোড়ে বামুনকে দেখে ফেলল তিন ঠগ। বামুনের কাঁধে পাঁঠাটিকে দেখেই তাদের জিভ থেকে জল ঝরতে লাগল। তিনজনে মিলে ঠিক করলো, ছলে-বলে পাঁঠাটিকে বামুনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। এবার তারা বনের পথে এগিয়ে গিয়ে, খানিকটা দূরে দূরে পথের মোড়ে যে মেঠো পথে বামুন আসছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

বামুন কাঁধে পাঁঠা নিয়ে পয়লা পথের বাঁকে আসতেই পথের ধার থেকে পয়লা ঠগ বলে উঠল ''বামুন মশাই করেন কী, করেন কী? কী অনাচার! একটা কুকুরশাবক কাঁধে নিয়ে চলেছেন? এ কী বামুনের কাজ? ছিঃ ছিঃ।'' বামুন পয়লা ঠগের কথায় কান না দিয়ে সোজা পথ চলতে লাগল। চলতে চলতে এরপর আরেকটা পথের মোড়ে এসে পড়তেই পরের ঠগের কাছ থেকে শুনল, ''বামুনটার নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে সাত-সকালে একটা কুকুরছানা কাঁধে করে বামুন হেঁটে চলে? শুচি-অশুচি বলেও তো কিছু একটা আছে তো? ছিঃ ছিঃ।''

বামুনের তো মাথা ঘুরতে লাগল। বামুন কাঁধ থেকে কোলে ছাগলছানাটাকে নিয়ে ভাল করে তার মুখ দেখতে লাগল। সে কোনও ভুল করেনি তো? পরপর দু'জন বলল পথের ধার থেকে। যাই হোক্ সে পথ চলতেই থাকল। মনের মাঝে একটা খট্‌কা লেগেই রইল, ''জমিদার তো আর আমাকে কুকুরছানা খেতে দেয়নি, তবে কি আমিই ভুল করে বাড়ি আসার পথে একটা কুকুরছানা কাঁধে তুলে ফেলেছি? তাছাড়া কুকুরে কি কাঁঠালপাতা চিবোয়?''

এইবার বামুন আরেকটা পথের মোড়ে গিয়ে পড়ল। সেখানে পথের ধারে দাঁড়িয়ে হা হা করে হাঁসছে সেই শেষ ঠগটা —''কী মজা, কী মজা, বামুন চলেছে কুকুর কাঁধে। বামুন ছাগল ভেবে নিয়ে চলেছে কুকুরছানা? কুকুরছানা রেঁধে খাবে বামুন? হায় হায় গরিব বামুনটা মাংস খাবার লোভে খেপেই গেছে বোধহয়।''

বামুনের তো মাথা কান ভোঁ ভোঁ করতে লেগেছে। তাই তো, তিনজনই একই কথা বলল। ''আমি মাংস খাবার লোভ তো করেইছি, হয়তো তাড়াহুড়োতে কুকুরছানাই কাঁধে তুলে নিয়েছি। নাঃ। এ আমার কাজ নয়।''

বামুনতো কচিপাঁঠাটিকে কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, লাজ বাঁচাতে, কোনও মতে এক ছুটে পালিয়ে বাঁচল।

তিন ঠগ এবার নধর পাঁঠাটাকে নিয়ে মনের সুখে মাংস রেঁধে খেল আর মিছে কথায় ভুলে বামুনের বরাতে জুটল কাঁচকলা।

টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ ব্যাঙ্কে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ জুন : ব্যাংকের গ্রাহক সহায়ক কেন্দ্রে জমানো টাকা ফেরতের দাবিতে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের ধাত্রীগ্রাম শাখার সামনে চরম বিক্ষোভ দেখায় তিন শতাধিক গ্রাহক। শেষে শাখা ম্যানেজার ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। উল্লেখ্য এই শাখার অন্তর্গত কৃষ্ণদেবপুরে একটি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে এলাকার কয়েকশো মানুষ টাকা জমা রাখেন। কিন্তু এই সহায়ক কেন্দ্রের পরিচালক জয়দেব মুখার্জী কেন্দ্রে তালা মেরে নিখোঁজ হয়ে যান। গ্রাহকরা বার বার স্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে লিখিত জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। এমনকি পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কিছু হয়নি। শেষে ব্যাংকের ম্যানেজার সঞ্জয় নাগ ফোনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে বিক্ষোভকারীদের সাথে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় ব্যাংক ম্যানেজার ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুন : কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে ২০ জুন দুপুরে মাটির ধসে চাপা পড়ে যায় দুই ভাই পশুপতি পাড়ুই ও ভুবন পাড়ুই। ভুবন পাড়ুইকে কোনো রকমে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হলেও পশুপতি পাড়ুইকে (৪২) সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করা যায়নি। দমকল বাহিনীর কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটে কালনা থানার পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেদগাছি গ্রামে।

কার্ল মার্কস

(২০০ বছর পূর্তিকে মনে রেখে)

মলয় রায়

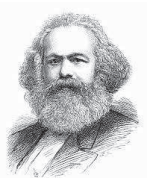

রাজপথ দখল নিয়েছে বারবার।
ভাঙতে ভাঙতে পথ হেঁটেছে।
চির চেনা শব্দ। গর্জনে গর্জনে
আজও সন্ত্রস্ত পুঁজিবাদ।
পুঁজিবাদের পাণ্ডারা।

অবজ্ঞায় তোমার মতবাদ
মৃত ক্ষয়িষ্ণু বলে কেউ কেউ।
কিন্তু পুঁজিবাদের আসল কর্তাব্যক্তিরা
আতঙ্কে ঘর বার করে। বোঝে
একটি এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়লেও
রেল ব্যবস্থার মতো মার্কসবাদও মিথ্যা নয়।

তারা শিউরে ওঠে।
কবে কোথায় কখন কীভাবে।
লেনিন হো-চি-মিন ফিদেল কাস্ত্রো
চে-গুয়েভারা
সুন্দরায়া রণদিভে
প্রমোদ দাশগুপ্ত হরেকেস্ট কোঙার।
তোমার মতবাদের বীজ বোনা
এক একটি মাইলস্টোন।

অস্ত্রে আজো নেভেনি আগুন।
গনগনে চেতনায় জেগে থাকে নিদ্রাহীন হাপর।
দু চোখে বারুদ চশমা পরে লেখা হয়
অক্ষর শব্দ বাক্য। উল্কা পিণ্ড চিরে বারবার
ওঠে ফুলকি। তোমার নামেই আমরা রুটি সেঁকি।
তোমার চোখে আমরা দুনিয়া দেখি।
এক ছাতার তলায় সারা পৃথিবীর বাস।
আরও দুশো বছর হেঁটে যাবে, মানুষ। চির অনির্বাণ।
তুমি সঙ্গে থেকো প্রিয় কার্লমার্কস।

ছায়া

লক্ষ্মণ দাস ঠাকুরা

আমি তো একই আছি
সকালে লম্বা হয়ে—
দুপুরে ছোট হতে হতে
বিকেলে দীর্ঘাকারে ছায়া
পূব দেয়ালের গায়।

আমার মাথায় কোনো ছাদ নাই
শুধুই সূর্যভরা আকাশ
ঘড়ির পেণ্ডুলাম দোলা
হিসাব রাখে বুকের স্পন্দন।
আর ছায়া দীর্ঘ হতে খর্ব
কোন নিয়মের খেলায়?

ছোট বড় যাই হই—
আমি তো একই আছি।
অন্ধকার আলো
আমার মাঝে একাকার।
সকাল হতে সন্ধ্যে—
একা একা চলা।

পথের মাঝে দেখা হয়
গা ঘেঁসে হেঁটে যায় লোক।
জামায় বোতাম নাই
বুকের দরজা খোলা।
কারোর নাই পা, সে
ক্রাচ নিয়ে হাঁটে
তারা ছায়া পড়ে।
পাশাপাশি চলে
হৃদয়-স্মৃতি-সম্মান
একই থাকে
পাল্টে যায় ছায়ার আকার।

অতৃপ্তি

রথীনপার্থ মণ্ডল

কত রক্ত ঝরে
প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কোণে কোণে
ঋতু বদলায় কালের নিয়মে,
ঝোড়ো বৈশাখী তাণ্ডব বেলায়।

তবু বাঁচতে চায় এ মন
সব অবসাদ, সব গ্লানি ভুলে
স্বপ্নের ফানুস উড়ে ফেরে,
যূথিকা বনে বনে।

জীবনের চাওয়া শুধুই বেড়ে চলে
নিয়তি গরলে ঢেউ তোলে
অমৃত পানের নেশায়,
মরীচিকায় মরে-জ্বলে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, হেমন্তে
নোনা জলের সমুদ্রের ক্রন্দনে,
তারাভরা আকাশের নিচে
যন্ত্রণার যবনিকা টানে।

তোমাকে

কাকলি ঘোষ

জীবনের সব অনুভবে
তুমি মিশে আছে
বিস্তৃত সমুদ্র তটে
নির্বাক আমি—
নীরবতার সব শব্দ তোমার
ক্লান্তিহীন রাত্রির সব গান তোমার।
সেখানে নির্মাণ হয়ে যায় সৃষ্টি
সেখানেই অতন্দ্র তুমি—
চিরঋণী তোমারই ভুবনে,
মানবতার শেষ কথা শেখা
তোমারই কাছে— হে রবীন্দ্রনাথ।
আজ ভালোলাগার দিন
ঝরে পড়া কবিতার স্নান,
বারবার ফিরে আসুক
২৫ বৈশাখ।

শপথ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

হাত রেখেছি অন্য হাতে
বুকের তলায় ঢেউ আসে, যায়
স্মৃতির মাঝে দেয়াল লিখন
হৃদয় তোমায় কাছেতে চায়

হাতে হাতে তীব্র শপথ
তোমার আমার সমান দাবি
রক্ত দিয়ে দেয়াল লিখে
কুড়িয়ে পাবো হারানো চাবি।

বিপ্লব

(হারিয়ে যাওয়া স্ফুলিঙ্গদের জন্য)

পার্থ চক্রবর্তী

মা ছিলেন সমাজসেবী
বাবা বইয়ের দোকানদার
বিয়ের এক বছর এক মাস পেরোতেই
তাদের কোলে ফুটফুটে সন্তান।
মা নাম রাখলেন বিপ্লব
বড় হয়ে মাথা খুঁড়েও একটা কাজ জোটেনি তার
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হয়ে
রাস্তার ধারে বেওয়ারিশ লাশের মতো পড়ে থেকে,
শহিদ হয়ে প্রমাণ দিল সার্থক
তার নাম।

পুস্তক সমালোচনা

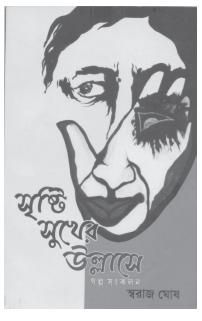

'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' গল্প সংকলনের লেখক স্বরাজ ঘোষ ছাপার অক্ষরে প্রথম নিজের নাম দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন ছাত্রাবস্থায়। স্কুল ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন প্রথম ভূতের গল্প। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বর্তমানে সেই গল্পগুলি এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। গত পনের-কুড়ি বছর ধরে লেখা গল্পগুলি একত্রিত করে তিনি প্রকাশ করেছেন সংকলনে। সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর বিচরণ। আজকের যান্ত্রিক যুগে যা বিরল, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁর গল্পে সেই বিষয় ধরা পড়ে, অন্তর ছুঁয়ে যায়। পুরাতন ব্যবস্থা থেকে নতুনে উত্তরণের ইঙ্গিত তাঁর গল্পে। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতেও পিছপা হননি। সমাজে মাইক দেখে ভীতি সাধারণ ঘটনা। প্রায় প্রত্যেকেরই ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় রয়েছে। সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর গল্প। ক্ষমা যে পরম ধর্ম, সমাজে প্রবীণ মানুষেরা আজ বোঝা নয় ইত্যাদি সামাজিক বিষয়, সংসারের ভিতরে ও বাইরে প্রবীণ মানুষদের অবস্থান লেখক খুব অল্প কথায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন স্বরাজ ঘোষ। সমাজের নানা সংঘাত তাঁর গল্পের উপকরণ। বিশ্লেষণ মনোগ্রাহী। পাঠ শুরু করলে একটানা পড়তে ইচ্ছে করবে। বিরতি, রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি ফুটিয়ে তোলে। ১১২ পৃষ্ঠার এই বইতে গল্পগুলির অলংকরণ আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। প্রচ্ছদ ভাল।

'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'- স্বরাজ ঘোষ। দাম- ১৭৫ টাকা।

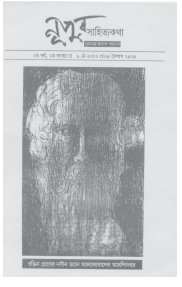

কালো মাটির দেশ, অধুনা পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ শহর থেকে প্রকাশিত নূপুর সাহিত্যকথা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতা, অনুবাদ কবিতা এবং প্রবন্ধের সমন্বয়ে সৃষ্ট নূপুর সাহিত্যকথা (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ৯ মে, ২০১৭। ২৫শে বৈশাখ, ১৪২৪) আমাদের হাতে এসেছে। উৎকৃষ্ট মানের এই পত্রিকায় আন্তরিকতার স্পর্শ পাতা ওল্টালেই টের পাওয়া যায়। সংস্কৃতিমনস্ক পাঠককে লেখাগুলি অনায়াসে আকর্ষণ করে। এই সংখ্যায় কবি বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন আঙ্গিকে এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথকে। সুব্রত চেল রঙিন কাগজে কবিতা লেখার কথা ভেবেছেন। দেবাশিষ কোনারের 'আত্মজ' কবিকে পরিচিত করিয়েছে। নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ স্মরণে আলোচনাটিও সময়োপযোগী হয়েছে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি আনকোরাদের নবীন তানে যথার্থই রঙিন আরশিনগর হয়ে উঠেছে।

নূপুর সাহিত্য কথা- ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। অনুদান- ১৫ টাকা।

শিবানন্দ পাল

খুনের দায়ে যাবজ্জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুন : ঠাকুর মণ্ডপের সামনে একসঙ্গে নাচতে নাচতে বন্ধুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করায় যাবজ্জীবন সাজা হল সাধন ঘোষের। এর সাথে এক লক্ষ টাকা নগদ জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। মঙ্গলবার এই রায় দেন কালনা অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতের বিচারপতি তপনকুমার মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটে ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর রাত্রি ১০টা নাগাদ পূর্বস্থলী থানার চণ্ডীপুর গ্রামে। সাধন ঘোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ায় তার বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল অর্জুন ঘোষের। সেই সুবাদে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে অর্জুনের। বারবার বলেও সেই সম্পর্ক কাটাতে না পেরে অর্জুনকে হত্যা করারই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে সাধন ঘোষ। সেই সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করে ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর রাত্রি দশটা নাগাদ পূজামণ্ডপের সামনে। মৃতের দাদার অভিযোগের ভিত্তিতে সাধন ঘোষের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ।

স্কুলে বাজ পড়ে ছাত্রের মৃত্যু কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ জুন : স্কুল চলাকালীন সময়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় মহসিন সেখ (১৭) নামের এক ছাত্রের। সে কালনার গজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ত। তার বাড়ি হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াড়া নবপল্লীতে। স্কুলের সহশিক্ষক বিদ্যুৎ ঘোষ জানান, বেলা তিনটে নাগাদ স্কুল ভবনের উপর বিকট শব্দে বাজ পড়ে। ভবনের তিন তলার ছাদে গিয়ে দেখা যায় মহসিন শেখ নামের এক ছাত্র পড়ে আছে। শরীর ঝলসানো, পরনের জামা-প্যান্ট ছিন্নভিন্ন। পকেটের মোবাইল ফেটে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। শরীরে কয়েকটা ক্ষতের দাগ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ছাত্রের বাবা খুদু সেখ এই স্কুলেরই চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ছিলেন। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এখনও পর্যন্ত তার পারিবারিক পেনশন চালু হয়নি বলে জানা যায়। খুদু সেখের বিধবা স্ত্রী নামজা বিবি। তার ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে নামজমা বিবি চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। মহসিন সেখ পড়াশুনার পাশাপাশি স্কুলেরই শিক্ষকদের ফাই ফর্মাস খেটে কিছু সাম্মানিক পেত। যা তাদের সংসারে কিছুটা সুরাহা হতো। সে পথও রুদ্ধ হল। ফলে গোটা পরিবারটি এখন অথৈ জলে।

চলে গেলেন কবিলাল মাড্ডি

—প্রথম পাতার পর

সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে বিশাখাপত্তনম গিয়েছিলেন। সম্মেলন শেষ হবার পরই অসুস্থ বোধ করেন, তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কাঁকসা থানার বনকাটি অঞ্চলের ডাঙ্গাল পাড়ার এই মানুষটি আজীবন আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে কাজ করেছেন। আদিবাসী লোকশিল্পী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বছরখানেক আগে লোকশিল্পীদের নিয়ে 'সেতুবন্ধন' কর্মশালায় তাঁর সাথে আলাপ হয়েছিল। আদিবাসীদের গান ও জীবন নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। শুধু সাঁওতালী ভাষাতেই নয়, সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবার জন্য নাটকটি পাশাপাশি বাংলায় অনুবাদ করার অনুরোধ করেছিলেন মালিনীদি। অর্থাৎ কর্মশালার পরিচালিকা অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য। কবিদা নাট্যাংশের বিরতিতে বিষয়টি উপস্থিত সদস্যদের বাংলা ভাষাতে বুঝিয়ে দেয় দুঃসময় চলছে।

এক সময় বর্ধমান জেলা পরিষদে সহকারী সভাধিপতি ছিলেন। বর্ধমানের জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আদিবাসীদের আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়েই তিনি সিপিআই(এম)-র সঙ্গে যুক্ত হন। বর্তমানে কাঁকসা জোনাল কমিটির কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য ছিলেন। সিপিআই(এম)-র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক প্রমুখ শোকপ্রকাশ করেছে। নিজ গ্রাম ডাঙ্গালেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাজ পড়ে গবাদি পশু সহ মৃত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৯ জুন : জামালপুরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। মৃতরা হলেন মহাদেব রায় (৫৫) এবং সেখ আজিজুল রহমান (৩৫)। জামালপুরের জাড়গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আঁটপাড়া গ্রামে মহাদেব রায়ের বাড়ি। অপরদিকে এই পঞ্চায়েতের দাসপুর গ্রামে বসবাস পেশায় প্রান্তিক চাষি আজিজুল রহমানের। এদিন বিকালে নিজের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পুকুরে মহাদেব রায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় প্রচণ্ড বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হয়। পুকুর থেকে স্নান সেরে ফেরার পথে বজ্রাঘাতে জখম হয়ে মহাদেব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তাকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দাসপুর গ্রামের প্রান্তিক চাষি সেখ আজিজুল রহমানের মৃতু হয়েছে চাষের জমিতে ধান বীজ ছড়াতে গিয়ে। আজিজুল বজ্রাঘাতে সেখানেই মারা যায়। তার দুটি চাষের গরুও মারা গেছে।

সমবায় কর্মচারীর সানস্ট্রোকে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ জুন : সানস্ট্রোকে গতকাল বিকালে মৃত্যু হয় বৈদ্যনাথ টুডু (৪৫) নামের এক সমবায় কর্মীর। মৃতের বাড়ি কালনা থানার একচাকা গ্রামে। তিনি সর্বমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির কর্মচারী ছিলেন। রবিবার সাড়ে তিনটে নাগাদ একটি ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরার পথে সানস্ট্রোকে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার ময়নাদতন্ত হয়। মৃতের তিন কন্যা ও স্ত্রী বর্তমান।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৫২ সালের ১৯ জুন, শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ২. ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮১ সালের ১৯ জুন, ১৯৭৮ সালের ৩ অক্টোবর কানুপ্রিয়া আগরওয়াল জন্মান। ৩. ১৯৮৯ সালের ১৯ জুন। ৪. সংস্কৃত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি। জন্ম বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায়। মৃত্যু ১৯৮৫ সালের ২০ জুন। ৫. সি রাজা গোপালাচারী। ১৯৪৮ সালের ২১ জুন। ৬. কালিদাস রায়কে। বর্ধমান জেলার করুই গ্রামে ১৮৮৯ সালের ২২ জুন। ৭. গৌরকিশোর ঘোষ, ১৯২৩ সালের ২২ জুন। ৮. ১৯৪৮ সালের ২২ জুন। ৯. ১৯২৫ সালের ২৩ জুন, ভারতের মেঘালয়ে জন্মান। ১০. রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক। ১৮১৯ সালের ২৪ জুন। ১১. ১৯৭৭ সালের ২৪ জুন। ১৩.৬.১৯৮২ পর্যন্ত।। ১২. ১৯১৩ সালের ২৫ জুন, বর্ধমান জেলার কুলডিহায়, ১৯৩৮ সালের ১৫ নভেম্বর বল্লভপুর কাগজ কারখানার গেটে।

মোবাইল কাড়ল যুবকের প্রাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুন : সারা বিশ্বকে নয়, মোবাইল মাঝে মাঝে সহজে মৃত্যুকেও হাতের মুঠোয় এনে দেয়। তার প্রমাণ মিলল গত রাতে কানার সাহাপুর মোল্লাপাড়ার রেললাইনে। এলাকারই যুবক কালি মণ্ডল (২৪) গতকাল রাত্রি ৮টা নাগাদ মোবাইলে কথা বলতে বলতে রেললাইন পার হচ্ছিল। ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনের একটি ট্রেন তাকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাদতন্ত হয়।

—দুয়ের পাতার পর

মার্কসবাদের প্রথম পাঠ

হিসাবে এতদিন পর্যন্ত গুরুত্ব না-পাওয়া রাশিয়ান গ্রামসমাজগুলিই কি সরাসরি কমিউনিস্ট যৌথ মালিকানার উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হবে, না কি পাশ্চাত্য ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী তাকেও একই রকম ভাঙনের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে? আজকে এই প্রশ্নের একমাত্র যে জবাব সম্ভব তা হল রাশিয়ার বিপ্লব যদি পাশ্চাত্যের সর্বহারা বিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করে, যাতে করে একে অপরের অনুপূরক হয়ে ওঠে, তাহলে রাশিয়ায় জমির যৌথ মালিকানাও কমিউনিস্ট বিকাশের প্রস্থানবিন্দু হিসাবে কাজ করতে পারে।"

মার্কসবাদ যে কোনো গোঁড়ামির মন্ত্র নয় এবং এমন এক মহাচাবিও নয় যা দিয়ে যে-কোনো সমাজের বিপ্লবের বন্ধ তালা একই ভাবে খুলে দেওয়া যায়, রাশিয়ার বিপ্লব প্রসঙ্গে সেকথা মার্কস ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসেই রাশিয়ার 'ওটেচেস্টভেনিয়ে জাপিস্কি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ প্রসঙ্গে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণই যে প্রায়োগিক মার্কসবাদের সবচেয়ে বড় শর্ত, এই বিষয়টির উপর তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন।

১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ সমাজ পরিবর্তনের এই মহান দার্শনিক প্রয়াত হন। এঙ্গেলস বন্ধুদের কাছে প্রয়াণবার্তায় লিখলেন, "আমাদের দলের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক তাঁর চিন্তা বন্ধ করে দিয়েছে, আমার দেখা সবচেয়ে শক্তিধর হৃদয়টি তার স্পন্দন থামিয়ে দিয়েছে।" মার্কসের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ১৭ মার্চ তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা আজও সত্য : "যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে তাঁর নাম, যেমন টিকে থাকবে তাঁর কাজ।" (শেষ)

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!

অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন। ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ

মূল্য : ৩০০টাকা

সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ

সমবায় ও মানবসভ্যতা

মূল্য : ৫০০টাকা

জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার

মূল্য :৭০টাকা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন গল্পসল্প

মূল্য : ৫০ টাকা

ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন

প্রতর্ক

মূল্য : ১৭৫ টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল্য : ৪০০ টাকা

শিক্ষার চালচিত্র

ভাবনা-দুর্ভাবনা

সেখ সাইদুল হক

মূল্য : ১৫০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে

নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়

সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন

হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)

কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।

যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ

M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

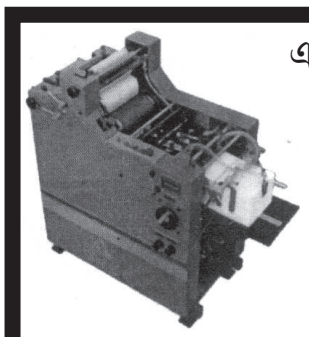

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

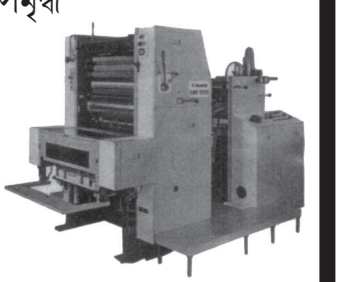

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা